দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১

নন-এমপিও এক লাখ শিক্ষকের ঈদ আনন্দ নেই!

শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই চায় ঈদের খুশিতে নিজেকে জড়াতে। অথচ দেশের পাঁচ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক লাখ ননএমপিও শিক্ষকের কোনো ঈদের আনন্দ নেই! কেননা আমরা চাকরি করেও যে বেকার। এক যুগেরও অধিক সময় ধরে আমরা বিনাশ্রমে শিক্ষকতা করে যাচ্ছি। আজ-কাল করে করে এক যুগ পার হলেও সরকার থেকে আমরা বেতনভাতা পাচ্ছি না, পাচ্ছি না শ্রমের ন্যূনতম মজুরি। অথচ আমাদের সংসার আছে, সন্তান-সন্ততি আছে। নিজেরা না হয় পেটে পাথর বেঁধেই চললাম; সন্তান-সন্ততির যে আর সয় না। ঘনিয়ে আসা ঈদের দিনকে সামনে রেখে শিশুর নন-এমপিও শিক্ষক বাবার কাছে আবদার—'বাবা! আমাকে নতুন জামা কবে কিনে দেবে?' 'ঈদের বাজার কবে করবে?' আমাদের একটাই প্রশ—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে শিক্ষকতা পেশায় আসা কি আমাদের পাপ হয়েছে? ঈদের আগে যদি সরকার প্রতিটি নন-এমপিও শিক্ষককে ৫ হাজার টাকা করেও দিত তবু দুঃখ কিছুটা ঘুচত আমাদের। শিক্ষার মান উন্নয়নের পেছনে নন-এমপিও শিক্ষকদের অবদান কি কম? এভাবেই কি চলতে থাকবে তাদের জীবন? বছরে অন্তত দুটি দিন শিক্ষকরা তাদের অব্যক্ত কষ্ট ভুলে থাকতে পারবে না?

মাসুদ রানা, মামুনুর রশিদ, সাইদুল ইসলাম, গোলাম মাহবুব, হারুন অর রশিদ, হাফিজুর রহমান, জেসমিন আক্তার, ফরিদা পারভীন